স্বচ্ছলতা

--পুষ্প ক্রুশ

বেঁচে থাকার জন্য ও সুন্দর জীবন ধারনের জন্য চাই সঞ্চয়ী মনোভাব। মানুষ ইচ্ছা করলেই একদিনে তার ভাগ্য বদলাতে পারে না। চাই স্বইচ্ছা, চাই ত্যাগ তিতিক্ষা, চাই সঞ্চয়ী মনোভাব। ছোট বেলার শিখা সেই কবিতাটি (কাজের লোক) আমার জীবনে বহুবারই স্মরন করিয়ে দিয়েছে যে, সঞ্চয় মানুষের জীবনে একান্তই প্রয়োজন। পিপীলিকার কাছ থেকেও শিক্ষা নিতে পারি, সে কিভাবে শীতের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে যেন শীতে ও ঠান্ডায় তাদের কষ্ট পেতে না হয়। যদি ছোট ছোট বিন্দু সিন্দু গড়তে পারে, তা হলে আমরা কেন পারব না ছোট ছোট সঞ্চয় দিয়ে বড় কিছু করতে।

জয়িতা আমার বান্ধবীর মেয়ে। দীর্ঘ ২০ বছর পর আমার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমার বাবার সুবাদে। বাবা অসুস্থ হয়ে ঐ হাসপাতালের ৬ নং ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন। আমার বান্ধবী ছিল ঐ ওয়ার্ডে সিনিয়র নার্স। আমি কখনই জানতাম না যে আমার বান্ধবী হাসপাতালে কাজ করে। বাবার বিছানার পাশে গালে হাত দিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করছিলাম। আমি মহিলা হয়ে পুরুষ ওয়ার্ডে কিভাবে থাকব? আমার থাকার তেমন কোন জায়গাও নেই, কাউকে তেমন চিনিও না। এমন সময় এক পরিচিত কণ্ঠ– কি রে, তুই পুসু না? স্কুলে খেলার সাথীরা আমাকে পুসু বলে ডাকতো। এত বছর পর পরিচিত কণ্ঠটা আমাকে চিন্তা মুক্ত করল। ফিরে তাকাতেই দেখি জয়া। বাবার সুবিধা অসুবিধার কথা সেরে তার একটাই বায়না– আমার সাথে তোকে আজ যেতেই হবে। তোর কোন অযুহাত আজ আমি শুনবই না। ওর আবদারটা ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। আমার সাথে ছিল আমার ভাইয়ের ছেলে। ওকে ঔষধ পত্র বুঝিয়ে দিয়ে দু'জনে মিলে রিক্সায় উঠে বসলাম। প্রায় ত্রিশ মিনিট সময় লাগলো জয়ার বাসায় পৌঁছাতে। রিক্সার শব্দ শুনেই এক তরুনী বাসা থেকে দৌড়ে এল। জয়া রিক্সা থেকে নামতে নামতে জয়িতাকে বলল দেখ মা মনি, কাকে নিয়ে এসেছি। আমার ছোট বেলার স্কুল জীবনের বান্ধবী। যার কথা তোমাকে অনেক বার বলেছি। কথা শেষ না হতেই জয়িতা আমার হাত ধরে আর্শিবাদ চেয়ে নিল। তারপর বাসায় ঢুকে অল্প সময়েই তাদের অনেক কিছু জানা হয়ে গেল।

মিনিট দশেক পর জয়িতা চা নাস্তা নিয়ে এল। সঙ্গে মুড়ির মোয়া। মোয়া থেকে মিষ্টি খেঁজুরের রসের কি চমৎকার সুবাস বেরিয়ে আসছে। আলাপ চারিতার মাঝখানে জয়া তার মেয়েকে বলল, মা মনি আন্টি কিন্তু আমাদের সাথে খাবে ও আমাদের বাসায় আজ রাতটুকু থাকবে। তাই ভাতটা চেপে দিয়ে চলো জমিয়ে গল্প করা যাবে। সাথে সাথে জয়িতা উঠে গিয়ে চাল মেপে নিল। মাপা চাল থেকে এক মুঠো চাল অন্য একটি পাত্রে রাখল। আমি জেনেও না জানার ভান করে জয়াকে বললাম কিরে ও পাত্রে আবার কি রাখল তোর মেয়ে। জয়া আমাকে বলে, আরে পুসু তুই জানিস না আমার এ ছোট মেয়ে যেখানে যা শুনবে যা দেখবে তাই করে। ঐ নাস্তার মোয়াটা ও নিজের হাতে তৈরী করেছে। আর ঐ এক মুঠো চালই এনে দিয়েছে আজ আমার ঘরে স্বচ্ছলতা। আমি সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। কারণ জয়া ছিল ধনী ঘরের মেয়ে। কোন অভাব তাকে স্পর্শ করতে পারে নাই।

জয়া এবার তার দুঃখের কাহিনী শুরু করল। পুসু তুইতো জানিস আমার জীবনের সব কাহিনী। প্রেম করে বাবা মাকে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছিলাম নিজের সুখের জন্য। মেয়ের জন্মের ৬ মাস পরেই সুখ পাখিটা আমাদের দু'জনের মাঝখান থেকে চিরদিনের জন্য পালিয়ে গেল। একদিন বৃষ্টির দিনে নেশা করে বাড়ী ফিরার পথে সাপের দংশনে ওর বাবা মারা যায়। শত চেষ্টা করে আমি ওকে বাঁচাতে পারলাম না। আর আমি এখন মেডিকেল হাসপাতালে চাকুরী করি। এই কথাগুলি বলতে বলতে জয়া ডুকরে কেঁদে ওঠে। আমি ওকে এ অবস্থায় দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে ওকে বুঝাতে শান্তনা দিয়ে ওর বুকটাকে একটু হালকা করতে চেষ্টা করেছি। এর পর আর বাড়ীর দিকে যেতে সাহস পাইনি। দিন যায় রাত যায় এমনি ভাবে কাটে আরও কয়েক মাস। তারপর ঠাঁই হয় আমার দূর সম্পর্কের এক মাসীর ঘরে। মাসী কাজ করত ঐ হাসপাতালে। সেই সুবাদেই আমি ট্রেনিং নিয়ে চাকুরী করার সুযোগ ও সাহস পেয়েছি। আমার মেয়ে এখন ৮ম শ্রেণীতে পড়ে। সে যখন প্রাইমেরীতে পড়ে তখন স্কুলের শিক্ষিকাদের (দিদিদের) কাছ থেকে সঞ্চয়ের গল্প, স্বচ্ছলতার গল্প শুনেছে। শুনেছে কি ভাবে বিন্দু থেকে সিন্দু গড়ে উঠে।